সংবাদ

তারিখ . 09 DEC 2016

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১২ বছর বন্ধ রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র

৮ মাসেও বাস্তবায়ন হয়নি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর আসলেই বেগম রোকেয়া দিবস পালন করা নিয়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্তাদের শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। এক মাস আগে থেকে চলে ধোয়া মোছাম; রং করা আর পরিষ্কার করার কাজ। অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহব্যাপী আলোচনা সভা সেমিনার আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। চলে বড় বড় বক্তৃতা দেয়ার প্রতিযোগিতা। রোকেয়ার স্মৃতিকে আরও জাগরুক করার জন্য দেয়া হয় নান্যান প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন নেই। বরং দীর্ঘ ১২ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্রটি। এটি চালু করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৪ সদস্যের বেঞ্চের আদেশ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লিখিত নির্দেশ দীর্ঘ ৮ মাসেও বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন দেশের সর্বোচ্চ আদালত আর প্রধানমন্ত্রীর ১২ বছর : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

১২ বছর : বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদেশ যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে যারা এটা আটকে রেখেছেন তারা কি তাদের চেয়েও ক্ষমতাবান? জানা গেছে, নারী জাগরণের অগ্রদূত মহিয়সী বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তার স্মৃতিকে ধরে রাখা, সুবিধাবঞ্চিত নারীদের পুনর্বাসন এবং রোকেয়ার জীবন আর রচিত গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করার জন্য প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে পায়রাবন্দে নির্মাণ করা হয় বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র। ২০০১ সালে শেখ হাসিনা এ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও করেছিলেন।

এরপর বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ২০০৪ সালে স্মৃতি কেন্দ্রটির সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। সেখানে কর্মরত ১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সেই থেকে ১২ বছর ধরে পাচ্ছে না কোন বেতন ভাতা। ফলে তারা পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। এরপর থেকে অযত্নে অবহেলায় পড়ে আছে বিশাল স্মৃতিকেন্দ্রটি। অবশেষে ২০০৮ সালে আবারও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে আশায় বুক বাঁধেন পায়রাবন্দের মানুষ। কিন্তু ৮ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও বন্ধ হয়ে যাওয়া স্মৃতিকেন্দ্রটি চালু করার কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। এদিকে স্মৃতিকেন্দ্রটি চালু করা এবং এর দায়িত্ব বাংলা একাডেমির কাছে হস্তান্তর করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বকেয়াসহ সব বেতন-ভাতা প্রদানের দাবি করে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন স্মৃতিকেন্দ্রের উপ-পরিচালক আবদুল্লাহ আল ফারুখ। দীর্ঘদিন পর শুনানি শেষে গত ২০১৫ সালের ১৭ মে তারিখে বিজ্ঞ হাইকোর্ট অবিলম্বে স্মৃতিকেন্দ্রটি বাংলা একাডেমির কাছে হস্তান্তর করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করে সব বকেয়া পরিশোধ করার নির্দেশ প্রদান করে। যার রিট পিটিশন নম্বর ৯২২৬/০৮। এ রায়ের বিরুদ্ধে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করে। অবশেষে চলতি বছরের ৫ জুন তারিখে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে ৪ সদস্যের আপিল বেঞ্চ শুনানি শেষে হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখে রায় প্রদান করেন। রায়ে অবিলম্বে রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্রটি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে চালু করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সব বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্টার দফতর আদেশের কপিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠায়। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশের কপি অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সেই আদেশ দীর্ঘ ৬ মাসেও বাস্তবায়িত না করে স্মৃতিকেন্দ্রটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এমনকি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বকেয়া বেতনসহ বেতন-ভাতা পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি। বরং সুপ্রিম কোর্টের আদেশের অবমাননা করা হয়েছে।

এর আগে বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্রটি পুনরায় চালু ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতায় রাখার জন্য একটি সার সংক্ষেপ তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনের জন্য চলতি বছরের ২৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হয়। এতে স্বাক্ষর করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নুর ও সচিব আখতারী মমতাজ। প্রধানমন্ত্রী সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দেয়া সার-সংক্ষেপ চলতি বছরের ৭ এপ্রিল অনুমোদন করেন। প্রধানমন্ত্রী অবিলম্বে স্মৃতিকেন্দ্রটি চালু বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে সম্পৃক্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ অনুমোদন করার পর দীর্ঘ ৮ মাসেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও বাস্তবায়ন করা হয়নি।

এ ব্যাপারে বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম দুলাল অভিযোগ করেন, মূলত আমলাদের দায়িত্বহীনতার কারণে স্মৃতিকেন্দ্রটি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আসলে তারা চায় না বেগম রোকেয়া বাস্তুভিটাসহ স্মৃতিকেন্দ্র সচল থাকুক। তা না হলে আওয়ামী লীগ সরকার ৮ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকাকালে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্যোগেই স্মৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তারপরেও দেশের সর্বোচ্য আদালত সুপ্রিম কোর্টের আদেশ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও যেখানে স্মৃতিকেন্দ্রটি দীর্ঘ ৮ মাসেও চালু হচ্ছে না তাহলে আর কি হলে আমলারা এটা চালু করবেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই পারেন এটাকে সচল করতে। অন্যদিকে রংপুর বেগম রোকেয়া ফোরামের সিনিয়র সহ-সভাপতি কথাসাহিত্যিক এমএ ব্যশার অভিযোগ করেন বিশাল স্মৃতিকেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় বেগম রোকেয়াকে নিয়ে গবেষণাসহ অন্য কার্যক্রম এখন পুরোপুরি বন্ধ। প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর আসলেই ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। বড় বড় বক্তৃতা দেন আমলা আর রাজনীতিবিদরা কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। পায়রাবন্দ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফয়জার রহমান খান জানান, আমরা হতাশ সর্বোচ্য আদালত, প্রধানমন্ত্রী কারো আদেশ যেখানে মানা হয় না এখন পায়রাবন্দবাসী এবার আন্দোলনে নামবে দাবি আদায় করেই তারা ছাড়বে বলে জানান তিনি।